কলা চুক্তি চাষের মডেল চুক্তিপত্র

এই চাষের চুক্তি (চুক্তিটি) যাদের দ্বারা ও যাদের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে তারা হলো ..... যার অফিসের ঠিকানা ..... (এরপর "কোম্পানি" বলে উল্লেখ করা হবে)

এবং

কৃষকের নাম .....

ঠিকানা .....

(এরপর "কৃষক" বলে উল্লেখ করা হবে)

(প্রত্যেক কৃষক এবং কোম্পানি এরপর এককভাবে "একপক্ষ" এবং মিলিতভাবে "দুইপক্ষ" বলে উল্লেখ করা হবে।)

প্রস্তাবনা

যেহেতু, উল্লিখিত কোম্পানি উন্নত প্রযুক্তি এবং উৎপাদন কৌশল এর মাধ্যমে বিশ্বসেরা ফল ভারতবর্ষে/ ভারতবর্ষ থেকে উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের সাথে কাজ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প যেহেতু উল্লিখিত কৃষক শ্রী/ শ্রীমতি .....

যার পিতা/ স্বামীর নাম ..... এবং

.....গ্রামের বাসিন্দা, ব্লক .....
জেলা ..... রাজ্য .....
(ভারতবর্ষ) যার জমির পরিমাণ ..... একর এবং যিনি উল্লিখিত জমিতে কলা চাষে আগ্রহী এবং উল্লিখিত কোম্পানি নির্দেশিত উন্নত গুণগতমানের কলা উৎপাদন ও বিপণনে সহযোগিতা পেতে আগ্রহী।

এখন, সেহেতু, উল্লিখিত দুইপক্ষ এতদ্বারা সম্মত ঃ

১. **সংজ্ঞা**

১.১ "চুক্তি বলতে কেবলমাত্র কলা উৎপাদন এবং ক্রয়ের জন্য চুক্তি বোঝাবে।

১.২ "কলা" বলতে ক্যাভেনডিশ ((Cavendish), গ্রান্ড নাইন (G9) (Grand Naine-G9) বা অন্য যেকোনো জাতকে বোঝাবে যা কোম্পানি চাষের জন্য উপযুক্ত মনে করবে এবং এই চুক্তির মেয়াদকালীন কৃষককে সময়ে সময়ে লিখিতভাবে জানাবে।

১.৩ "দুইপক্ষ" বলতে কৃষক এবং কোম্পানিকে একত্রে বোঝাবে এবং "একপক্ষ" বলতে কৃষক অথবা কোম্পানিকে এককভাবে বোঝাবে।

১.৪ "উৎপাদন" বলতে ফসল তোলার উপযোগী অথবা ফসল তোলা হয়ে গেছে এরকম কলা বোঝাবে যা এই চুক্তিতে উল্লিখিত জমি থেকে উৎপাদিত হয়েছে।

১.৫. "বিতরণ কেন্দ্র" বলতে সেই জায়গা বোঝাবে যে জমি থেকে কৃষক কলা চাষের পর ফসল তুলেছে।

১.৬ "প্রকল্প" বলতে বোঝাবে বর্তমান চুক্তির আওতাধীন যেসব কৃষিকাজ চাষী করেছে এবং সংস্থার সেই অঙ্গীকার, যে, সমস্ত উৎপাদিত ফসল ক্রয় করবে বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী।

১.৭. "সর্বোচ্চ অবশিষ্টাংশের সীমা" বলতে বেঝাবে খাদ্য সুরক্ষা এবং মানক আইন অথবা ভারতবর্ষের অন্যকোন বিধিসম্মত মানক অনুযায়ী রাসায়নিক অবশিষ্টাংশের পরিমাণ যা কলা পরীক্ষা করলে পাওয়া যাবে অথবা রপ্তানির ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলের বাজারের স্থিরীকৃত সর্বোচ্চ মানক যেন অতিক্রম না করে, যেখানে বিক্রির মাধ্যমে কলা বিতরণ করা হবে।

১.৮ "ফসল কাটার আদেশ" বলতে কোম্পানির লিখিত নির্দেশ বোঝাবে যাতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে ঃ

ক) কলা কাটা/ উৎপাদনের তারিখ ও সময়।

ভ) কলার মান (গ্রেড) এবং বয়স।

১.৯ "বাতিল" বলতে বোঝাবে চুক্তিপত্রের সংযুক্তি-ঘ (Annexure-D) অনুযায়ী যে কলা কোম্পানির নির্ধারিত গুণগত মানকের নীচে থাকবে।

১.১০ "স্থগিত আদেশ" বলতে বোঝাবে যেকোন সময় কৃষককে কোম্পানিতে বিতরণের জন্য নির্দিষ্ট কলা উৎপাদন অবিলম্বে বন্ধ করার কোম্পানির লিখিত নির্দেশ অথবা (আগের কোন ফসল কাটার আদেশ অনুযায়ী) যা ফসল উৎপাদন পর্যন্ত কৃষিকাজের যে কোন সময় কোম্পানি নির্দেশ দিতে পারে যদি কৃষকের কোন পদ্ধতিগত ত্রুটি/ কোম্পানির নির্দেশের বিচ্যুতি ঘটে এবং সংযুক্তি-গ অনুযায়ী এরপর লাল মানক প্রকাশ করা হয়।

১.১১ "গোটানো", "ভঙ্গ", "দেউলিয়াদশা" অথবা "পূনর্গঠন" বলতে বোঝাবে কোন কোম্পানির অথবা নিগমের কোন সমার্থক বা একই ধরনের আইনের এক্তিয়ারে কোম্পানি বা নিগম নিবন্ধিত হয়েছে এবং উল্লিখিত বা কোন এক্তিয়ারে কোম্পানি বা নিগম ব্যবসা চালানোর ক্ষেত্রে গোটানো, ভঙ্গ, পুনর্গঠন, গঠন, সুরক্ষা অথবা ঋণ খেলাপিদের ত্রাণ এর জন্য আগ্রহী।

২. **চুক্তির সময়কাল ঃ**

২.১ চুক্তিটি বলবৎ হবে যে তারিখ থেকে সেটি হলো ––––––––

২.২ দুইপক্ষ একটি ফসল মরশুম একত্রে কাজ করার জন্য সম্মত হলো যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত প্রক্রিয়ারকরণের সময়কাল, দেশজ বাজারে বিক্রি অথবা বিদেশে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি। কৃষক নিশ্চিত করবে কলা চাষ ও উৎপাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট জমি এবং চুক্তির মেয়াদ থাকাকালীন কোম্পানির সাথে একত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করবে।

২.৩ দুইপক্ষ এই বিষয়ে আরো সম্মত হয় যে উভয়ে/ একত্রে চুক্তি সম্পাদনের সময় থেকে প্রথম ফসল উৎপাদন পর্যন্ত কাজ করবে। এই বিষযে অভিজ্ঞতা অর্জনের পর দুইপক্ষ পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে স্থির করবে যে পরের বছরের জন্য চুক্তির মেয়াদ বর্ধিত করা হবে কি না।

২.৪ চুক্তির মেয়াদকাল দুইপক্ষের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বর্ধিত করা যেতে পারে আরেকটি মরশুমের জন্য।

৩. **উৎপাদিত ফসলের বিবরণ ঃ**

৩.১ এই চুক্তিপত্রটি কেবলমাত্র কলার ক্ষেত্রে ক্যাভেনডিশ, গ্র্যান্ড নাইম (G9) অথবা অন্য যে কোন জাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা কোম্পানির বিবেচনায় চাষের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৪. **গুণগত বৈশিষ্ট্য ঃ**

৪.১ সেইসব কলা গ্রহণ করা হবে যেগুলি সংযুক্তি-ঘ অনুযায়ী গুণগত বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল থাকবে। ভাঙ্গা, নষ্ট, অতিরিক্ত পাকা, খোসার বাজে রঙ থাকলে সেই কলা গ্রহণ করা হবে না।

৪.২ রোদে পোড়া কলা গ্রহণ করা হবে না।

৪.৩ সেইসব উৎপাদিত ফসল গ্রহণ করা হবে না যেগুলির সংযুক্তি-ঘ অনুযায়ী গুণগত বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল থাকবে না।

৫. **ভূমিকা এবং দায়িত্ব ঃ**

৫.১ প্রস্তাবনায় উল্লিখিত জমিতে সংযুক্তি-ঘ তে উল্লিখিত কোম্পানি নির্দিষ্ট গুণগত বৈশিষ্ট্যের কলা চাষ ও উৎপাদন করতে কৃষক সহমত। কোম্পানির কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই কৃষক নিজের বিবেচনায় কলার টিস্যু কালচার চারাগুলি কিনবে।

৫.২ কৃষক কোম্পানি অথবা কোম্পানির প্রযুক্তি পরিষেবা প্রদানকারীর প্রস্তাবিত প্রযুক্তি এবং উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ ও প্রয়োগ করবে, কোম্পানি অথবা কোম্পানির প্রযুক্তি পরিষেবা প্রদানকারীর সুপারিশ করা জিনিসপত্র ও রাসায়নিক ব্যবহার করবে এবং আইনানুগ প্রয়োজনীয় সুরক্ষা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে। কোম্পানি লিখিতভাবে কৃষককে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে অবহিত করবে। যে বৈশিষ্ট্য এবং ক্রিয়াকলাপ প্রকল্প চলাকালীন পরিবর্তিত হতে পারে।

৫.৩ কৃষককে তার নিজের খরচ এবং ঝুঁকি নিয়ে সমস্ত প্রকল্প সম্পর্কিত উন্নয়ন, ফসল তোলার বা ফসল তোলার আগের ক্রিয়াকলাপ করতে হবে যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় কেবলমাত্র জমির উন্নয়ন, পরিকাঠামো উন্নয়ন, উন্নত গুণগত মানের চারার ও গাছ লাগানোর ব্যবস্থা, গাছের পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, ফলের যত্নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, সার ও পুষ্টির ব্যবস্থা, ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনা, সেচের জন্য জলের ব্যবস্থা, আগাছা দমন ও নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যবিধান ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণ, ফসল উৎপাদন বা অন্য যে কোন ক্রিয়াকলাপ বা উন্নত গুণগত মানের ফসল উৎপাদনের জন্য সময় বিশেষে প্রয়োজন।

৫.৪ কোম্পানির প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে কৃষক নিজের খরচে ব্যবস্থা করবে শ্রমিক এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যা কলার অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়ায় পাওয়া গাছের গোড়া থেকে সাকার (নতুন চারা) নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন হবে।

৫.৫ যাই হোক, কোম্পানি নিজের খরচে প্রয়োজনীয় শ্রমিক যোগানের ব্যবস্থা করবে কলার জমিতে ফলের পরিচর্যার জন্য যথা– কুঁড়িতে ইঞ্জেকশন, গুচ্ছ স্প্রে, ফুল ঝরানো, ফলের বাধার অপসারণ, বাড়তি/ ভুল শাখার অপসারণ, ফিতা বাঁধা এবং গুচ্ছ থলিতে ভরা, প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকদের দ্বারা বা কোন সংস্থার দ্বারা পরোক্ষভাবে ফল পরিচর্যার কার্যকলাপ বাস্তবায়নের জন্য (শ্রমিকের মজুরী ও ফলের পরিচর্যার উপকরণের খরচসহ যথা– কুঁড়িতে ইঞ্জেকশনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক, গুচ্ছ স্প্রে, থলিতে ভরা ফলের গুচ্ছ, ফিতা, স্প্রে পাম্প ইত্যাদি)। কিন্তু কৃষক দায়ী থাকবে সময়মত প্রয়োজনীয় সংখ্যায় শ্রমিকের ব্যবস্থা করা এবং সময়মতো ফল পরিচর্যা কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য। সমস্ত শ্রমিক মজুরি এবং ফল পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কোম্পানি সরবরাহ করতে পারে অথবা সরকারী স্তরে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য পাওয়া যেতে পারে অথবা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কোম্পানী অগ্রিম খরচ হিসাবে দিতে পারে অথবা কৃষক নিজে খরচ বহন করতে পারে।

৫.৬ কৃষক খবরের কাগজ দিয়ে নিজের খরচে সেইসব কলার গুচ্ছ গুলি ঢেকে রাখবে যেগুলি সোজাসুজি সুর্যের আলো বা রোদে উন্মুক্ত থাকবে।

৫.৭ কৃষক সময়মতো নিজের খরচে গুচ্ছের ভারসাম্যের জন্য অবলম্বনের ব্যবস্থা করবে যাতে গুচ্ছ উলটে না যেতে পারে।

৫.৮ কৃষক নিজের খরচে ফসল বীমা করতে পারে।

৫.৯ কৃষক নিজের খরচে মাটি, পাতা ও জলের পরীক্ষা করাবে।

৫.১০ কৃষক গ্লোবাল GAP শংসাপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেবে (প্রয়োজন হলে)।

৫.১১ কৃষক কোম্পানির প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করবে কলার ক্ষেত্রে অবশিষ্টাংম অনুমোদিত সীমার মধ্যে রাখার জন্য (প্রয়োজন হলে)।

৫.১২ ফসল উৎপাদনের পর, কোম্পানী নিজের খরচে উৎপাদিত কলা পরীক্ষা করে দেখতে পারে যে সঠিক গুণগত মান বজায় রাখা হয়েছে কি না।

৫.১৩ কোম্পানীকে নিজ ব্যয় ও ঝুঁকিতে ফসল উৎপাদনের পর সমস্ত কার্যকলাপের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, যদি না অন্য কোনভাবে রাজি হয়, নীচের কার্যকলাপগুলি অন্তর্ভূক্ত কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় ঃ

৫.১৩.১ বাছাই/ মান নির্ধারণ করা/ খামার পর্যায়ে মোড়ক বাঁধাই করা।

৫.১৩.২ কেন্দ্রীয় বিতরণ কেন্দ্র পর্যন্ত উৎপাদন বহন করা।

৫.১৩.৩ প্রাক হিমায়িত ও হিমঘর কার্যকলাপ

৫.১৩.৪ মোড়ক বাঁধাই করা।

৫.১৩.৫ রপ্তানি এবং স্থানীয় বিক্রি।

৫.১৪ কোম্পানী উন্নত গুণগত মানের ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষককে পথ প্রদর্শক হিসাবে কলা উৎপাদনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রযুক্তিবিদের ব্যবস্থা করবে।

৫.১৫ প্রকল্প চলাকালীন, সময়ে সময়ে কোম্পানী সংশ্লিষ্ট সরকারের উদ্যান পালন বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন করবে যাতে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী কৃষকের বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্য আর্থিক সহায়তা পেতে পারে প্রকল্পের সাথে যুক্ত ও যোগ্য কৃষক। কৃষকেরাও আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেবে যথা সময়ে।

৫.১৬ রাজ্য/ কেন্দ্র সরকারের সাথে সমন্বয় সাধন করে অথবা কোম্পানির খরচে কোম্পানি প্রশিক্ষণ, সাফল্য পরিদর্শন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারে।

৫.১৭ এতদসত্ত্বেও এই চুক্তিপত্রের অন্য কোথাও অন্য কোনকিছু উল্লিখিত থাকলেও কোম্পানী কর্তৃক স্বীকৃতির পর কৃষক কোনরূপ ক্ষয় বা ক্ষতির জন্য দায়ী হবে না এবং কেবলমাত্র কোম্পানী দায়ী হবে ফসল উৎপাদনের পর সমস্ত কার্যকলাপ, বিক্রি এবং রসদের সমস্ত ব্যয় ও ঝুঁকির জন্য।

৫.১৮ কোম্পানি সাধারণভাবে দায়বদ্ধ থাকবে উৎপাদিত কলা, উৎপাদনের জায়গা, সম্পত্তির যে কোন ক্ষয় বা ক্ষতি এবং কোম্পানী কর্তৃক সরবরাহ করা কোন যোগানের আইনগত কোন ঝুট ঝামেলা বিষয়ে।

৬. ফসল বিতরণ ঃ

৬.১ কৃষক এবং কোম্পানীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সর্বদা ফসল কর্তন/ উৎপাদনের দিনক্ষণ স্থির করা হবে। কোম্পানীর নির্ধারিত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ফসল উৎপাদন/ কর্তন করা হবে। চুক্তিপত্রের মেয়াদ থাকাকালীন কৃষক কোন সময়েই নিজে বা তার কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে কোম্পানীকে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট উৎপাদিত ফসলের কোন অংশ বিক্রি করতে পারবে না কোন তৃতীয় পক্ষকে অন্য কোন ফসল/ ফলের সাথে। কোম্পানীর সম্মতি ও উপস্থিতি ব্যতিরেকে কৃষকের কোনরূপ ফসল উৎপাদন/ কর্তন কৃষকের চুক্তিভঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং চুক্তিভঙ্গের জন্য কোম্পানী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

৬.২ কৃষক নিজের জমি/ খামার থেকে ফসল উৎপাদন/ কর্তনের জন্য নিজের খরচে প্রয়োজনীয় শ্রমিকের ব্যবস্থা করবে।

৬.৩ কলার কাঁদি/ কলা, কলার জমি থেকে বাইরে নিয়ে যাবার জন্য কোম্পানী শ্রমিকের ব্যবস্থা করবে নির্ধারিত মজুরী ..... টাকা / কি.গ্রা. হিসাবে (বিভাগ A+B+C এর পরিমাণ)। চুক্তিপত্র অনুযায়ী কোম্পানী অথবা কৃষক কলার কাঁদি কাটার নির্ধারিত মজুরী বহন করতে পারে।

৬.৪ যদি জমি পর্যন্ত কোন পরিবহনের গাড়ি না যেতে পারে তাহলে কৃষক কলার মোড়ক বাঁধাই/ প্রক্রিয়াকরণের জায়গা পর্যন্ত কোম্পানীর খরচে কলা বহন করার ব্যবস্থা করবে।

৬.৫ কলা প্রক্রিয়াকরণের জন্য কৃষক তার জমিতে সময়মতো পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা করবে কোম্পানীর খরচে।

৬.৬ উৎপাদিত ফসল খামারে কোম্পানী A, B এবং C শ্রেণীতে ভাগ করবে সংযুক্তি-ঘ এর নির্দেশিকা অনুযায়ী। কেবলমাত্র কোম্পানী বহন করবে বাছাই ও শ্রেণীবিভাগ করা জন্য শ্রমিকের মজুরীর খরচ।

৬.৭ চুক্তিপত্র অনুযায়ী, গুণগত মান ও মোড়ক বাঁধাই বিষয়ে কোম্পানীর সিদ্ধান্ত তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শনের উপর নির্ভরশীল হতে পারে।

৬.৮ প্রকল্প চলাকালীন এই চুক্তিপত্র অনুযায়ী সংযুক্তি-ঘ এর ধারা অনুসারে কোম্পানী কৃষকের কাছ থেকে সেইসব কলা ক্রয় করতে বাধ্য থাকবে যেগুলি নূন্যতম গুণগত মান স্পর্শ করবে।

৭. মূল্য নির্ধারণ ঃ

৭.১ **বিকল্প ১ ঃ** সংযুক্তি-ঘ তে উল্লিখিত মানদন্ড স্পর্শ করবে যেসব কলা, কোম্পানী সেগুলি ক্রয় করবে সর্বনিম্ন ..... টাকার জামিনে/ গ্যারান্টিতে।

বিকল্প ২ ঃ সংযুক্তি-ঘ এর মানদন্ড যেসব কলা স্পর্শ করবে কোম্পানী সেগুলি ক্রয় করবে দুইপক্ষের সহমতিতে নির্ধারিত মূল্যে যা কখনোই নূন্যতম গ্যারান্টিযুক্ত মূল্যের কম হবে না।

বিকল্প ৩ ঃ সংযুক্তি-ঘ এর মানদন্ড যেসব কলা স্পর্শ করবে তা উৎপাদনের জায়গায় উৎপাদনের সময়ের বাজারমূল্যে কোম্পানী ক্রয় করবে যা কখনোই ন্যূনতম গ্যারান্টিযুক্ত মূল্যের কম হবে না।

বিকল্প ৪ ঃ সংযুক্তি-ঘ এর মানদন্ড যেসব কলা স্পর্শ করবে তার ক্রয়মূল্য নির্ধারণের সময় বিবেচিত হবে সহমতের ভিত্তিতে নির্ধারিত মূল্যে এবং সহমতের ভিত্তিতে নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত বাজার মূল্যের ওঠানামা। সহমতে নির্ধারিত ন্যূনতম গ্যারান্টিযুক্ত মূল্যের কোন পরিবর্তন হবে না নিয়ন্ত্রক বাজার মূল্যের ওঠানামা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। কিন্তু যদি সেই সময়ের নিয়ন্ত্রক বাজার মূল্যের ওপরে সহমতের সীমার ওঠানামা হয় (উর্ধ্বতর) তাহলে একটি নির্দিষ্ট শতকরা হারে পার্থক্যের মূল্য (নিয়ন্ত্রক বাজার মূল্য এবং সহমতে নির্ধারিত মূল্য) যুক্ত হবে সহমতে নির্ধারত মূল্যের সাথে।

৮. **মূল্য প্রদানের শর্ত ঃ**

৮.১ কোম্পানী উৎপাদিত ফসল গ্রহণের সাথে সাথে মূল্য প্রদান করবে। কৃষকের নির্দিষ্ট বিক্রেতা কোড পাওয়ার জন্য বিক্রেতা নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। কৃষক দেবে আধার সংখ্যা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এর বিবরণ (কোন নগদে মূল্য প্রদান করা হবে না), ক্যান্সেল চেক IFSC এর জন্য, যাতে RTGS এর মাধ্যমে মূল্য প্রদান করা যায়।

৯. **গোপনীয়তা এবং অপ্রতিযোগিতা ঃ**

৯.১ এতদ্বারা কৃষক স্বীকার করছে এবং সম্মতি দিচ্ছে যে কোম্পানী যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে প্রকল্পটি প্রয়োগ ও চালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও খুঁটিনাটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য। সেহেতু, কৃষকের প্রকল্প বিষয়ে কোন বা সব তথ্য গোপনীয় রাখা খুব প্রয়োজন। যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে যদিও শুধু এই বিষয়গুলিই সীমিত থাকবে না

যেমন সমস্ত খুঁটিনাটি এবং প্রযুক্তিগত তথ্যাদি যা কলা চাষের সঙ্গে সম্পর্কিত, প্রাক-ফসল ও ফসল উৎপাদনের পরের প্রযুক্তি এবং প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি এবং দুইপক্ষের সহমতিতে বাণিজ্যিক বিষয়ের সিদ্ধান্ত। এই চুক্তিপত্র অনুযায়ী কোম্পানীর শর্তের সহমতে কেবলমাত্র প্রকল্প চালনার প্রয়োজন ব্যতিরেকে কৃষক উল্লিখিত তথ্যাদি প্রকাশ বা ব্যবহার করবে না।

৯.২ এই চুক্তির মেয়াদ অনুযায়ী, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কৃষক বিশ্বের কোন জায়গাতেই কোম্পানীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। এবং কৃষক কোন তৃতীয় পক্ষের সহযোগিতা করবে না কলা চাষের উন্নতি, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিক্রির বিষয়ে ভারতবর্ষে এবং/ অথবা বিদেশে। এছাড়াও, চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও, কৃষক নিজে অথবা অন্য কোন পক্ষের মাধ্যমে কোম্পানীর মালিকানার খুঁটিনাটি বিশ্বের কোন জায়গায় কোনভাবেই ব্যবহার করতে পারবে না যা সে জানতে পেয়েছে এই চুক্তিপত্র অনুযায়ী (কলা চাষের উন্নতি এবং/ অথবা বিক্রি বিষয়ে।

৯.৩ চুক্তির মেয়দ থাকাকালীন কৃষক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন কলা, কোম্পানী ব্যতিরেকে অন্য কাউকে বিক্রি করতে পারবে না, কেবলমাত্র যদি আগে থাকতে কোম্পানী পরিস্কার সহমতের শর্তে লিখিত অনুমোদন দেয় এই বিষয়ে। সেই পরিমাণ উৎপন্ন কলার ক্ষেত্রে লিখিত অনুমোদন প্রয়োজন হবে না যা কোম্পানী গ্রহণ করছে না।

১০. কৃষকের অধিকার রক্ষা ঃ

১০.১ জমির উপর কৃষকের দখল ও মালিকানার অধিকারে এই চুক্তি কোনভাবেই প্রভাবিত করবে না।

১০.২ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে কোম্পানী নিজ ব্যয়ে কৃষকের জমি/ খামার থেকে সমস্ত রকম কাঠামো/ গঠন, যদি থাকে তা অপসারণ করবে।

১০.৩ কোন অপ্রত্যাশিত বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা জনিত কারণে ফসলের ক্ষতির জন্য কৃষক উৎপাদিত ফসল কোম্পানীকে না দিতে পারলে বা এজন্য কোম্পানীর ক্ষতি হলে কৃষক কোনভাবেই দায়বদ্ধ হবে না।

১১. বিবাদ নিষ্পত্তির পদ্ধতি ঃ

১১.১ এই চুক্তিপত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন বিতর্ক, বিবাদ বা মতবিরোধ দেখা দিলে দুই পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে সহমতের ভিত্তিতে তা মেটানোর উদ্যোগ নেবে।

১১.২. ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে, সহমতের ভিত্তিতে বিতর্ক, বিবাদ বা মতবিরোদ না মিটলে সেই বিতর্ক, বিবাদ বা মতবিরোধ অবশেষে নিষ্পত্তি হবে যোগ্য এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা যার উল্লেখ ও বিবরণ আছে – Farmer's (Empowerment & Protection) Agreement on Price Assurance & Farm Services Ordinance 2020 (Ord11 of 2020) এবং Farmer's Agreement on Price Assurance & Farm Services (Dispute Resolution) Rules' 2020.

১২. বিবিধ ঃ

১২.১ কৃষক যেমন থাকে তেমনি একজন স্বাধীন পক্ষ হিসাবে থাকবে এবং এই চুক্তি কোনভাবেই কোন সমিতি, অংশীদারী বা যৌথ উদ্যোগ গঠনের ব্যাখ্যা দেয় না অথবা কোম্পানী ও কৃষকের মধ্যে কোন অধ্যক্ষ ও তার প্রতিনিধি বা কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারীর সম্পর্কেরও ব্যাখ্যা দেয় না।

১২.২ দুইপক্ষের লিখিত ও স্বাক্ষরিত বয়ান ছাড়া এই চুক্তিপত্র পরিবর্তিত, পরিমার্জিত বা সংশোধিত হবে না।

১২.৩ সংযুক্তিসহ এই চুক্তিপত্র দুই পক্ষের বিশদ চুক্তির ব্যাখ্যা করে এবং এই বিষয়ে দুই পক্ষের আগের সমস্ত মৌখিক বা লিখিত চুক্তি ব্যবস্থাপনা এবং সমঝোতা রহিত (বাতিল) করে।

১২.৪ এতদ্বারা কোন একপক্ষ অন্যপক্ষের কোন লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে অধিকার বা কর্তব্যের পুরোটা বা কোন অংশ বরাদ্দ বা ব্যাহত করতে পারবে না।

১২.৫ এই চুক্তিপত্র দুইটি প্রতিলিপিতে কার্যকর করা হবে যার প্রত্যেক প্রতিলিপি আসল হিসাবে বিবেচিত হবে কিন্তু দুইটি প্রতিলিপি মিলিতভাবে একটি চুক্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে।

১২.৬ এই চুক্তিতে শিরোনামগুলি কেবলমাত্র সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা কখনোই চুক্তির ব্যাখ্যা বা বিশদ করার ক্ষেত্র ব্যাহত করবে না।

১২.৭ এই চুক্তিপত্রের কোন শর্ত কোন পক্ষ বাধ্যবাধকতা বা তার উত্তরাধিকার বা নিযুক্তের বাধ্যবাধকতা বা সুবিধার জন্য কার্যকর হবে না। একপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে অন্য পক্ষ এই চুক্তির দায়িত্ব অন্য কাউকে অর্পণ করতে পারবে না। কেবলমাত্র তখনই একপক্ষ কোন তৃতীয় পক্ষকে চুক্তির দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে যদি সেই তৃতীয় পক্ষ ব্যবসা ও সম্পত্তির যথেষ্ট পরিমাণ বা সব পরিমাণের অধিকার পায়। (কর্তব্য থেকে অব্যাহতি লাভ না পেলেও)

১২.৮ এই চুক্তিপত্রের কোন ধারা বেআইনি, অকার্যকর বা অবৈধ হলে তা যতোটা সম্ভব বাস্তবোচিত উপায়ে বৈধ, আইনি এবং কার্যকর করার মতো পরিবর্তিত করা হবে যাতে যতোটা কাছাকাছি বাস্তবসম্মতভাবে সম্ভব দুই পক্ষের অভিপ্রায় বজায় রাখা যায়। এবং তার দ্বারা বাকি ধারাগুলির বৈধতা, আইনি বিধান বা কার্যকারীতা কোনভাবেই প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।

১২.৯ এই চুক্তিপত্রের কোন ধারার সংশোধন বৈধ হবে না যদি না সেই সংশোধন দুই পক্ষের দ্বারা লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিপত্রের কোন ধারার দাবি ত্যাগ বৈধ হবে না যদি না সেই দাবি ত্যাগ দুই পক্ষের লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয়। কোন এক পক্ষের এই চুক্তিপত্রের কোন শর্ত লঙ্ঘনের দাবি ত্যাগ গ্রাহ্য হবে না। এক্ষেত্রে অন্য কোন শর্ত

লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অথবা এই ধরণের অন্য কোন ঘটনায় উদ্ভুত কোন অধিকার প্রভাবিত করবে না।

১২.১০ এক্ষেত্রে দুইপক্ষের প্রতি কোন বিজ্ঞপ্তি জারি করার প্রয়োজন হলে তা লিখিত হতে হবে এবং রেজিষ্টার্ড পোষ্টে অ্যাকনলেজমেন্টের মাধ্যমে অথবা ব্যক্তিগতভাবে নীচের ঠিকানায় (যদি না লিখিতভাবে অন্য উপায়ে অন্য পক্ষকে জানানো হয়।)

কোম্পানী ঃ .....

.....

.....

কৃষক ঃ

পিতার নাম ঃ .....

ঠিকানা ঃ .....

.....

১২.১১ এতদসত্ত্বেও, এই চুক্তিপত্রে কোন বিবরণ বা ধারা এমন কিছু যদি থাকে যার কোন অংশ বা পুরোটা লঙ্ঘন বা বিরোধিতা করে Farmers (Empowerment & Protection) Agreement on Price Assurance & Farm Services Ordinance 2020 (Ord 11 of 2020) এর ধারাগুলি তাহলে এই চুক্তিপত্রটি অবৈধ হবে এবং এই চুক্তিপত্রটি কার্যকর করার জন্য সমস্ত আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে হবে কোম্পানিকে।

উল্লিখিত দিনের উল্লিখিত বছরে এখানে এরপর দুইপক্ষ স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে নিজ নিজ হস্তস্বাক্ষর করছে, চুক্তিপত্র এবং তার একটি প্রতিলিপিতে।

স্বাক্ষর এবং বিতরণ করা হলো

কৃষকের পক্ষে ঃ

উপস্থিত সাক্ষী ঃ

কোম্পানীর পক্ষে প্রতিনিধির স্বাক্ষর ঃ

উপস্থিত সাক্ষী ঃ

সংযুক্তি ক ঃ ফসল তোলার সময় কাঁদি/ গুচ্ছ নির্বাচন এবং শ্রেণীবিভাগের নির্দেশিকা।

১. গ্রহণযোগ্য কাঁদি/ গুচ্ছ ঃ

– পারস্পরিক সম্মতিতে মানদন্ড নির্দিষ্ট করা হবে।

২. আংশিক গ্রহণযোগ্য কাঁদি/ গুচ্ছ ঃ

– পারস্পরিক সম্মতিতে মানদন্ড নির্দিষ্ট করা হবে।

৩. বাতিল কাঁদি/ গুচ্ছ ঃ

– পারস্পরিক সম্মতিতে মানদন্ড নির্দিষ্ট করা হবে।

সংযুক্তি খ ঃ পরিমাপ এবং মজুরী বিষয়ক নির্দেশিকা।

ক. পরিমাপ ঃ

i) গ্রহণযোগ্য গুচ্ছ ফসল হিসাবে তোলা হবে এবং নীচ থেকে একে একে কেটে

সংযুক্তির তালিকা

সংযুক্তি ক ঃ ফসল তোলার সময় কাঁদি/ গুচ্ছ নির্বাচন এবং শ্রেণীবিভাগের নির্দেশিকা।

সংযুক্তি খ ঃ পরিমাপ এবং মজুরী বিষয়ক নির্দেশিকা।

সংযুক্তি গ ঃ কলার জমির মূল্যায়নের জন্য কাজের মডেল।

সংযুক্তি ঘ ঃ কলার গুণগত মানদন্ড।

সংযুক্তি ক ঃ ফসল তোলার সময় কাঁদি/ গুচ্ছ নির্বাচন এবং শ্রেণীবিভাগের নির্দেশিকা।

i) কলা হবে কাঁদি গুলি আলাদা আলাদা করে। কেবলমাত্র নির্বাচিত কাঁদিগুলি বাক্স/ ক্রেটে ভরে ওজন করা হবে।

ii) উৎপাদন তত্ত্বাবধায়ক কৃষক বা তার প্রতিনিধির সাথে সংশ্লিষ্ট নীট ওজন লিপিবদ্ধ করবে।

iii) বাক্স/ ক্রেট বোঝাই যান কৃষকের নিজ খরচে ওজন পাল্লাতে ওজন করা যেতে পারে এবং কলার নীট ওজন সেক্ষেত্রে পাওয়া যাবে মোট ওজন থেকে বাক্স/ ক্রেটের ওজন বিয়োগ দিলে।

সংযুক্তি খ ঃ অর্থ প্রদানের ভিত্তি ঃ

চালানের দফা	পরিমাণ গণনা
(ভালো মানের) গ্রহণ করা কলা	ভিত্তিমূল্য (B1) ঃ নীট ওজন কিলোগ্রাম (A+B+C)x পারস্পরিক সম্মতির বাজার দর (টাকা/ কিলোগ্রাম)। বাজার দর নির্ধারিত হবে পারস্পরিক সম্মতির উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে অর্থাৎ ..... টাকা/ কিলোগ্রাম মোট উৎপাদিত কলার পরিমাণের ওপর (A+B+C)

সংযুক্তি গ ঃ কলার জমির মূল্যায়নের কাজের মডেল ঃ

ক ঃ মাসিক মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন ঃ

– পারস্পরিক মূল্যায়ন পদ্ধতি বিবৃত হবে।

খ ঃ গুণমান নির্দেশক্রম ঃ

– পারস্পরিক মূল্যায়ন পদ্ধতি বিবৃত হবে।

সংযুক্তি ঘ ঃ কলার গুণগত মানদন্ড এবং নিয়ম ঃ

i) ক- শ্রেণীর ত্রুটি সহনশীলতা ঃ

– পারস্পরিক সম্মতিতে ত্রুটি এবং তার সহনশীলতার সীমার বিবরণ নির্দিষ্ট করা থাকবে।

ii) খ- শ্রেণীর ত্রুটি সহনশীলতা ঃ

– পারস্পরিক সম্মতিতে ত্রুটি এবং তার সহনশীলতার সীমার বিবরণ নির্দিষ্ট করা থাকবে।

iii) শূন্য সহনশীল ত্রুটি ঃ

– পারস্পরিক সম্মতিতে ত্রুটি এবং তার সহনশীলতার সীমার বিবরণ নির্দিষ্ট করা থাকবে।

iv) ফলের বয়স, ব্যস, দৈর্ঘ্য, এক কাঁদিতে কলার সংখ্যা এবং ফসল উৎপাদনের সময় কার্যকরী পাতার সংখ্যা।

ফলের বয়স সপ্তাহ	QA দপ্তরের কর্তনের নির্দেশ অনুযায়ী এবং মরশুমের অবস্থা অনুযায়ী (৮-১৬ সপ্তাহ পরিবর্তিত হয়)
ফসল কাটার সময় পাতা	ন্যূনতম ৫টি কার্যকরী পাতা
ক্রমাঙ্কন	৪৪-৪৬ ক্যালিপাস (দ্বিতীয় হাতের মাঝের আঙ্গুল)
একটি কলা ফলের দৈর্ঘ্য ইঞ্চিতে	শাঁসের ন্যূনতম দৈর্ঘ্য ৭ ইঞ্চি
এক কাঁদিতে কলা ফলের সংখ্যা	ন্যূনতম ১২

--x--